বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-১৮

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বালিয়াপুকুর, রাজশাহী

টেলিফোন : ০৭২১-৭৭৫৮১৬, ০৭২১-৭৭৬২৮৩, ফ্যাক্স : ৮৮০-৭২১-৭৭৩৫৯২, ইমেইল : bsb.raj.bd@gmail.com,Web : www.bsb.gov.bd

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

১. পটভূমি

ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর ৬২ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে চেয়ারম্যান ছিলেন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোসহ রেশম চাষের বিকাশ ঘটিয়ে একটি অর্থকরী শিল্প হিসেবে এ শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করা এ সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা প্রায় ৬.৫০ লক্ষ। বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ হাজার। জড়িত জনবলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই গ্রামীণ দুঃস্থ নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি।

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের আওতাধীনে আসে। ২০০৩ সালে ২৫ নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড থেকে পৃথক করে সরাসরি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। গত ০৭/০৩/২০১৩খ্রিঃ তারিখে ১৩ নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এই ৩টি পৃথক সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদবী চেয়ারম্যানের পরিবর্তে মহাপরিচালক করা হয়েছে। বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৪টি বিভাগ রয়েছে; যথাঃ- (১) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিভাগ, (২) অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, (৩) সম্প্রসারণ ও প্রেষণা বিভাগ, (৪) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিভাগ এবং (৫) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট। এছাড়াও এমআইএস সেল, নিরীক্ষা শাখা, জনসংযোগ শাখা সরাসরি মহাপরিচালকের অধীনে ন্যাস্ত রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ৬২৭ সংখ্যক পদের নূতন অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২. বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদঃ

২০১৩ সালের ১৩নং আইনের (৬) ধারাবলে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে:-

ক)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী	:	চেয়ারম্যান
খ)	জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য	:	জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান
গ)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব	:	ভাইস চেয়ারম্যান
ঘ)	রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার	:	সদস্য
ঙ)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা	:	সদস্য
চ)	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা	:	সদস্য
ছ)	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা	:	সদস্য
জ)	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা	:	সদস্য
ঝ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	:	সদস্য-সচিব
ঞ)	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ হতে যথাক্রমে ১জন করে মোট ২জন অধ্যাপক (একজন সদস্য মহিলা হবেন)	:	সদস্য
ট)	সরকার কর্তৃক মনোনীত রেশম পোকা পালনকারী, রেশম সুতা উৎপাদনকারী ও রেশম পণ্য ব্যবসায়ীগণের মধ্য হতে সর্বমোট ৩জন প্রতিনিধি (একজন মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন)।	:	সদস্য

৩. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ভিশন ও মিশনঃ

ভিশন : দেশে রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন;

মিশন :

(ক) লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কাঁচা রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি;
(খ) গবেষণালব্ধ উচ্চ ফলনসীল তুঁত ও রেশম কীটের জাত প্রবর্তন;
(গ) রেশম সেক্টরে দক্ষ ও কারিগরি জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(ঘ) কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের মান ও বৈচিত্র উন্নয়ন ও বিপণনের ব্যবস্থাকরণ;
(ঙ) রেশম চাষ সম্প্রসারণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মোটিভেশন ও তদারকি কাজ জোরদারকরণ।

৪. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণ নেটওয়ার্কস :

অফিস/স্থাপনার নাম	সংখ্যা	অবস্থান	কার্যক্রম
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয়	১	রাজশাহী।	
জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার	২	চন্দ্রঘোনা (রাঙ্গামাটি) ও সাঁকোয়া (পঞ্চগড়)।	
আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৫	রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, যশোর ও রাংগামাটি।	
জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৭	ভোলাহাট, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, কুমিল্লা, রাজবাড়ী।	
রেশম বীজাগার পি৩, পি২, পি১	১১	রাজশাহী,চাঁপাইনবাবগঞ্জ,ভোলাহাট, মীরগঞ্জ, ঈশ্বরদী, ঝিনাইদহ, বগুড়া,রংপুর, দিনাজপুর, কোনাবাড়ী এবং ময়নামতি।	
তুঁতবাগান	৭	ব্রাক্ষনভিটা, ঠান্ডিরাম, সাদামহল, রত্নাই, সনকা, রেইচ্যা ও রুপসীপাড়া।	
গ্রেনেজ	২	ময়মনসিংহ ও ভোলাহাট।	
রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র	৪০	বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত।	
রেশম সম্প্রসারণ উপকেন্দ্র	১৬৪	বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অবস্থিত।	
চাকী রিয়ারিং সেন্টার	২৭	বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অবস্থিত।	
রেশম পল্লী	২৩	বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অবস্থিত।	
মিনিফিলেচার কেন্দ্র	১২	ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মীরগঞ্জ (রাজশাহী), দৌলতপুর (কুষ্টিয়া), বাগবাটি (সিরাজগঞ্জ), বড়বাড়ী (লালমনিরহাট), জয়পুরহাট, রানীসংকৈল (ঠাকুরগাঁও), কোনাবাড়ী (গাজীপুর), ঝিনাইদহ, চাটমোহর (পাবনা), ময়মনসিংহ ও লামা (বান্দরবান)।	
রেশম কারখানা	**২**	**রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও। বর্তমানে রেশম কারখানা দু'টি প্রাইভেটাইজেশন কমিশন থেকে প্রত্যাহার পূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয়েছে। গত ২৭/০৭/২০১৮ তারিখে রাজশাহী রেশম কারখানার ৬ টি পাওয়ার লুমে পরীক্ষামুলকভাবে রেশম বস্ত্র উৎপাদন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।**	
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর ৫টি গবেষণাশাখা যথা: তুঁতচাষ, রেশমকীট, সেরি-রসায়ন, সেরি-রোগতত্ত্ব, রেশম প্রযুক্তি শাখা ওএকটি প্রশিক্ষণ শাখা রয়েছে। এছাড়াও বারেগপ্রই- এর নিয়ন্ত্রণাধীন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চন্দ্রঘোনায় একটি আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে)এবং পঞ্চগড় জেলার সাকোয়ায় একটি জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি)রয়েছে।			

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে রেশম উন্নয়ন শীর্ষক সুধী সমাবেশ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান

৫. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মূল কার্যক্রমঃ

১. রেশম বিষয়ক বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান;
২. গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং বর্তমানে সংরক্ষিত ও ভবিষ্যতে সংগৃহিতব্য সকল রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
৩. তুঁত, ভেরেন্ডা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উদ্ভিদের উন্নতজাতের চাষাবাদের পদ্ধতি উদ্ভাবন;
৪. উন্নতজাতের সুস্থ পলুপোকার ডিম পালন, উদ্ভাবন ও বিতরণ;
৫. রেশম গুটি হতে সুতা আহরণ এবং কাঁচা রেশমের মান উন্নত ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজনে সকল কাঁচা রেশম যথাযথভাবে যন্ত্রপাতি সজ্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সিল্ক কন্ডিশনিং হাউস এর মাধ্যমে পরীক্ষা ও গ্রেডিং করার পর বাজারজাতকরণের বাধ্যবাধকতার গ্রহণ;
৬. চরকা রিলিং ও ফিলেচারে নিয়োজিত ব্যক্তিদিগকে কারিগরি পরামর্শ/প্রশিক্ষণ প্রদান;
৭. কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন;
৮. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উপর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ ও গ্রন্থনা;
৯. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের ঋণদানের সুবিধাদি সৃষ্টি;
১০. ন্যায্যমূল্যে রেশম শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালসহ রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সিল্ক রিলার, উইভার ও প্রিন্টারদেরকে সরবরাহের ব্যবস্থা;
১১. দেশে-বিদেশে রেশম ও রেশম সামগ্রী জনপ্রিয় ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা;
১২. রেশম সামগ্রী রপ্তানী করার জন্য রেশম সামগ্রীর মানোন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং সিল্ক রিলার, রিয়ারার, স্পীনার, উইভার এবং প্রিন্টাদেরকে প্রশিক্ষণদানের সুবিধা সৃজন;
১৩. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাধারণ সুবিধার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা বাস্তবায়ন;
১৪. কাঁচা রেশম, স্পান সিল্ক ও রেশম পণ্য উৎপাদনের জন্য মিল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৫. সেস (cess) আদায়;
১৬. উপরি-উক্ত কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যেইরূপ প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক হয় সেইরূপ আনুষঙ্গিক বা সহায়ক সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৭. সরকার কর্তৃক আরোপিত রেশম উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

প্রশিক্ষন শেষে প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সনদপত্র বিতরণ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য" স্বীকৃতি লাভ করা আনন্দ শোভাযাত্রা

৬.প্রশিক্ষণঃ

৬.১.মানব সম্পদ প্রশিক্ষণঃ- প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা- ২ টি, অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা- ১৪০০ জন। তুঁতচারা ও উৎপাদন ও পরিচর্যা- ৮০০ জন, পলুপালন- ৬০০ জন এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ ৫৮২জন, সর্বমোট - ১৯৮২ জন।

৬.২.ইন-হাউজ প্রশিক্ষণঃ- বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ৮টি বিষয়ে মোট ৪৫৪ জনকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক তালিকাঃ

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণের বিবরণ	সময়	সংখ্যা	**মন্তব্য**
১।	বীজাগার কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৪০ জন	
২।	বাজেট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	২ জন	
৩।	আইএসসি এর গোহাটি সম্মেলন	৫ দিন	১ জন	
৪।	SDG ও A PA সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১ দিন	৭৯ জন	
৫।	দূর্নিতি , A P A ও হাজিরা অধ্যাদেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৭৮ জন	
৬।	A PA, সিটিজেন চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৭৪ জন	
৭।	রেশম গুটি ও ডিম উৎপাদন	১ দিন	৬৯ জন	
৮।	অঞ্চল ভিত্তিক রেশম চাষ	১ দিন	৭৪ জন	
৯।	ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩৮ জন	
১০।	এমএস ওয়ার্ড	৫দিন	৬৭ জন	
১১।	এমএস এক্সসেল	৪ দিন	৬০ জন	
২০।	তুঁত চারা উত্তোলন ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০ দিন (৩২টি ব্যাচ)	৮০০ জন	
২১।	পলু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫০ দিন (২৪ টি ব্যাচ)	৬০০ জন	
	সর্বমোট		১৯৮২ জন	

বোর্ডের সভাকক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

৬.৩ রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়ঃ

ক্রমিক নং	**কোর্সের নাম**	**মেয়াদ**	**ব্যাচ সংখ্যা**	**প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা**
১।	স্বল্পমেয়াদী তুঁতচাষ ও পলুপালন (রেশমচাষী) প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০ দিন	৯ ব্যাচ × ২০ জন	১৮০ জন
২।	স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স	৩০ দিন	১ ব্যাচ ×২০ জন	২০ জন
৩।	স্বল্পমেয়াদী সিল্ক রিলিং এন্ড স্পিনিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০ দিন	২ ব্যাচ × ১০ জন	২০ জন
৪।	স্বল্পমেয়াদী সিল্ক ডাইং এন্ড প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০ দিন	২ ব্যাচ ×১০ জন	২০ জন
৫।	স্বল্পমেয়াদী সিল্ক থ্রোইং এন্ড উইভিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০ দিন	২ ব্যাচ ×১০ জন	২০ জন
			সর্বমোট =	২৬০ জন

প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থী

৬.৪ দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজক সংস্থার নাম	মেয়াদ ও তারিখ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
		দেশে প্রশিক্ষণ		
১.	"কম্পিউটারলিটারেসীকোর্স"	আঞ্চলিকলোকপ্রশাসনপ্রশিক্ষণকেন্দ্র,রাজশাহী।	৫দিন ০৯/০৭/১৭হতে১৩/০৭/২০১৭	১জন
২.	"মৌল অর্থ ব্যবস্থাপনা কোর্স"	আঞ্চলিকলোকপ্রশাসনপ্রশিক্ষণকেন্দ্র,রাজশাহী।	৫দিন ২৩/০৭/১৭ হতে২৭/০৭/২০১৭	১জন
৩.	খসড়া বাজেট কাঠামো প্রণয়ন/ হালনাগাদ করণ	অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ঢাকা	-	৩জন
৪.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রামঃ ফেজ-ii প্রজেক্ট, বিএআরসি অর্থায়নে Public Procurement শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	১দিন জানুয়ারী'২০১৮	১জন
৫.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রামঃ ফেজ-ii প্রজেক্ট, বিএআরসি অর্থায়নে ICT in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	৫দিন ২৮/০১/১৮ হতে ০১/০২/২০১৮	১জন
৬.	Technical Report Writing and Editing প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	৫দিন ২৫/০২/১৮ হতে০১/০৩/২০১৮	১জন
৭.	Intellectual property Rights প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	১দিন ০৮/০৫/২০১৮	১জন
৮.	Phytosanitary measures and food safety issues in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	১দিন ০৯/০৫/২০১৮	২ জন
৯.	"কম্পিউটারলিটারেসীকোর্স"	আঞ্চলিকলোকপ্রশাসনপ্রশিক্ষণকেন্দ্র,রাজশাহী।	৫দিন ০৯/০৭/১৭ হতে ১৩/০৭/২০১৭	১জন
১০.	"মৌল অর্থ ব্যবস্থাপনা কোর্স"	আঞ্চলিকলোকপ্রশাসনপ্রশিক্ষণকেন্দ্র,রাজশাহী।	৫দিন ২৩/০৭/১৭ হতে২৭/০৭/২০১৭	১জন
১১.	উদ্ভাবন চর্চা সহায়ক পরিবেশ তৈরী বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।	১দিন ২৩/০৭/২০১৭	২ জন
১২.	খসড়া বাজেট কাঠামো প্রণয়ন/ হালনাগাদ করণ	অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ঢাকা	-	৩জন
১৩.	"ProjectDevelopment and Managementপ্রশিক্ষণ কর্মশালা	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	৫দিন ১৪/০১/১৮ হতে ১৮/০১/২০১৮	১জন
১৪.	ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন পরিকল্পনা রোডম্যাপ ২০২১ কর্মশালা	বস্ত্রওপাটমন্ত্রণালয়, ঢাকা।	২দিন ২৪/০৬/১৮ হতে ২৫/০৬/২০১৮	৩জন
১৫.	Crop production: Research progress 2016-2017 & Research programme 201-2018 বার্ষিক কর্মশালা	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	৩দিন ০৬/০৮/১৭ হতে ০৮/০৮/২০১৭	২ জন

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজক সংস্থার নাম	মেয়াদ ও তারিখ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
১৬.	Annual Review workshop on crop protection কর্মশালা	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	১দিন ০২/০৮/২০১৭	২ জন
১৭.	Annual Review workshop on crop improvement programme of NARS Institutesকর্মশালা	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	২দিন ০৯/০৮/১৭ হতে ১০/০৮/২০১৭	২ জন
১৮.	Research Review and planning workshop on soil management program of NARS Institutes 2017 কর্মশালা	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	২দিন ০৭/০৮/১৭ হতে ০৯/০৮/২০১৭	১জন
১৯.	Agricultural R&D Investment and capacity trends in Bangladesh প্রশিক্ষণ কর্মশালা	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	১দিন ০৯/১১/২০১৭	১জন
২০.	Research & Development of seed production in Bangladesh কর্মশালা	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	১দিন ২৩/১১/২০১৭	১জন
২১.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রামঃ ফেজ-ii প্রজেক্ট, বিএআরসি অর্থায়নেPublic Procurement শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	১দিন জানুয়ারী'২০১৮	১জন
২২.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রামঃ ফেজ-ii প্রজেক্ট, বিএআরসি অর্থায়নেICT in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	৫দিন ২৮/০১/১৮ হতে ০১/০২/২০১৮	১জন
২৩.	Project development and managementপ্রশিক্ষণ কর্মশালা	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	৫দিন ১৪/০১/১৮ হতে১৮/০১/২০১৮	১জন
২৪.	Technical Report Writing and Editing প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	৫দিন ২৫/০২/১৮ হতে০১/০৩/২০১৮	১জন
২৫.	Intellectual property Rights প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	১দিন ০৮/০৫/২০১৮	১জন
২৬.	Phytosanitary measures and food safety issues in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	১দিন ০৯/০৫/২০১৮	২ জন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শোক দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শোক দিবসে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

৭. আইন,বিধি, নীতি, নির্দেশনা (সংস্কার কার্যক্রম) প্রণয়নঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন/২০১৩ এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোসহ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ও নিয়োগ তফসিল প্রণয়নের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৮. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন

ক) সম্প্রসারণ কার্যক্রম

ক্রঃ নং	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন
১.	তুঁতচাষ ও তুঁতজমি রক্ষনাবেক্ষন	৩৮০ বিঘা
২.	তুঁতচারা উৎপাদন, বিতরণ ও রোপন	৩.২৫ লক্ষটি
৩.	রেশম বীজগুটি উৎপাদন	০.০৬৪০২ লক্ষ কেজি
৪.	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন	৪.১৫ লক্ষটি
৫.	রেশম গুটি উৎপাদন	০.৯৩ লক্ষ কেজি
৬.	রেশম সুতা উৎপাদন	৭৭৫.০০ কেজি
৭.	রেশম চাষী প্রশিক্ষণ	১৪০০ জন
৮.	চাকী রিয়ারিং কেন্দ্রগুলিতে চাকী পলু পালন করে পলু পালনকারীদের বিতরণ	১.৫০ লক্ষ টি ডিমের
৯.	আইডিয়াল রেশম পল্লী ও সম্প্রসারণ এলাকার চাষীদের পলু পালন সরঞ্জামাদি ও পলুঘর নির্মাণ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে	৮,৮৬৮ টি ডালা, ৮,৮৬৮ টি চন্দ্রকী ও ১৫,৮০০ টি নেট।
১০.	ভবন মেরামত ভবন সম্প্রসারণ ও মেরামত কাজ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও মেরামত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ মাটি ভরাট	৫ টি ৩ টি ২২০.০০ মিটার ৩৯৪.০০ মিটার ২৫২৬.০০ ঘন মিটার
১১.	উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে রাঙ্গামাটিতে ১ম পুরস্কার এবং রাজশাহীতে ১ম রানার আপ পুরস্কার অর্জন করেছে।

ভোলাহাট রেশম বীজাগারে তুঁতচারা পরিচর্যা ও রক্ষনাবেক্ষন কার্যক্রম

ভোলাহাট রেশম বীজাগারে তুঁতপ্লট

বীজাগারে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক তুঁতপোকা পরিদর্শণ

বীজাগারে চাষী কর্তৃক তুঁতপোকা পরিচর্যা

বীজাগারে রেশমগুটি

বসনীদের বাড়ীতে সদস্য (অর্থ ও পরিকল্পনা) কর্তৃক সুতা কাটাই পরিদর্শন

রাজশাহীতে উন্নয়ন মেলা-২০১৭ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ষ্টল

রাঙ্গামাটিতে উন্নয়ন মেলা-২০১৭ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ষ্টল

খ) গবেষণা কার্যক্রম

বারেগপ্রই, রাজশাহীঃ

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁত জাতের সংখ্যা ৭৩ থেকে ৭৭ টিতে উন্নীত হয়েছে।
- ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ৪টি উচ্চফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর ফলে তুঁতপাতারউৎপাদন বছরে হেক্টর প্রতি ৩৭.০০-৪০.০০ মেঃটন এর স্থলে ৪০.০০-৪৭.০০ মেঃটন এ উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।
- দেশের আবহাওয়া উপযোগী তুঁত চাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- তুঁত গাছের রোগ-বালাই দমনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- তুঁত চাষে সাথী ফসলের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ত চাষীদের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- অম্লীয় ও ক্ষারীয় মাটি সংশোধনের মাধ্যমে তুঁতচাষ উপযোগী করার প্রযুক্তিউদ্ভাবন করা হয়েছে।
- উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল তুঁত পাতার পুষ্টিমান নির্ধারণের মাধ্যমে চাকী ও বয়স্ক পলুর জন্য উপযুক্ত তুঁত জাত এবং চাষপদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে।

উদ্ভাবিত তুঁতজাত (BSRM-74)

উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশম কীটের জাত ১০১ হতে ১০৬টিতে উন্নীত হয়েছে।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ০৫ টি উচ্চ ফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- জ্যৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দে আবহাওয়া সহনশীল রেশমকীটের বহুচক্রীজাত উদ্ভাবন এবং ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এর উৎপাদন প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে ৪৫-৫০ কেজি।

- অগ্রহায়ণী ও চৈতাবন্দে আবহাওয়া উপযোগী রেশম কীটের এফ-১ উচ্চফলনশীল হাইব্রীডজাত উদ্ভাবনের গবেষণা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল রেশমকীটজাত উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রমকরা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এর উৎপাদন প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে ৭০-৭৫ কেজি।

- পলুপোকার রোগ দমনে রেশম পলু পাউডার এবং পলু পোকার কীটশত্রু উজিমাছি দমনে উজিনাশ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- বর্তমানে ০১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করতে ১০-১২ কেজি কাঁচারেশম

গুটির প্রয়োজন হচ্ছে, যা পূর্বে ০১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করতে ১৫-২০ কেজি রেশম গুটির প্রয়োজন হতো।

- ❖ প্রচলিত থাই রিলিং মেশিন টিকে ডুয়েল ড্রাইভিং সিস্টেম (হস্ত/পাওয়ার চালিত) রেশমকীটের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এ উন্নীত করা হয়েছে যার ফলে অল্প সময়ে স্বল্প খরচে অধিক রেশম সুতা কাটাই করা সম্ভব হচ্ছে।
- ❖ মানসম্পন্ন ও স্বল্প সময়ে অধিক রেশম সুতা কাটাই এর জন্য ২ বেসিন বিশিষ্ট স্টীম সাপ্লাই সহ উন্নত মাল্টি এন্ড রিলিং মেশিন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

- ❖ ১০টি তুঁতজাত ও ২৮টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তুঁত ও রেশমকীটের জাতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁতজাত ও রেশমকীট জাত নির্বাচন করা হয়েছে।

জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়ঃ

- ❖ ১২ টি তুঁতজাত এবং ৫১টি রেশম কীট জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ❖ চাকী তুঁতবাগান তৈরি ও দ্বিচক্রী চাকী রেশম পলুপালনের প্যাকেজ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ জৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দের Multi × Multi Combination তৈরি করে এসব কম্বিনেশন এর মাঠ পর্যায়ে অভিযোজন ক্ষমতা পরীক্ষণ করা হয়েছে ।
- ❖ রেশম কীটের F_1 বানিজ্যিক ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে বিএসডিবি এর চাহিদা অনুযায়ি P-1নার্সারীতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দ্বিচক্রী জাতের ২০০০ টি ডিম বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডকে সরবরাহ করা হয়েছে।

০৯. বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের প্রকল্প	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমান	অগ্রগতি
১	২	৩	৪
(১) 'বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা' (জুলাই, ১৩ হতে জুন,১৮ পর্যন্ত)। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৮৬.০০ লক্ষ টাকা	৮৬০.০০ লক্ষ টাকা। (আট শত ষাট দশমিক শূন্য শূন্য লক্ষ টাকা)।	৮৫৯.৬৮ লক্ষ টাকা । (আট শত উনষাট দশমিক ছয় আট লক্ষ টাকা)।	৯৯.৯৬%।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের প্রকল্পের তথ্যাবলী

প্রকল্পেরর নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	জুন,২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ	জুন,২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	বর্তমান অবস্থা
রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০২১	২৪৭৪.৫১ লক্ষ টাকা।	৯২৮.৫০ লক্ষ টাকা।	৮২৪.৮৯ লক্ষ টাকা	চলমান

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২/১০/২০১৪ খ্রিঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন সভার কার্যবিবরণীতে "কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তুঁতগাছের উন্নয়ন এবং তুঁতচাষের উন্নত প্রযুক্তি বের করতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবয়নের লক্ষ্যে "**তুঁত ও রেশমকীটের জাতের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার**" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। যা বর্তমানে চলমান প্রকল্পের সাথে একীভূত করে RDPP প্রণয়ন করে গত ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১. নতুন প্রকল্প গ্রহণঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১.	রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প	জুলাই'২০১৭-জুন'২০২২	প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৫০.০০ লক্ষ টাকা।	প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	প্রকল্পটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
২.	রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প	জুলাই'২০১৭-জুন'২০২২	প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫০৭.০০ লক্ষ টাকা।	প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	সম্প্রতি প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে কার্যক্রম শুরু হবে।

১২. অভিযোগ প্রতিকারঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের দুর্নীতি ও অন্যান্য অনিয়ম সংক্রান্ত কোন অভিযোগ নাই। এসংক্রান্ত বোর্ডে একটি কমিটি আছে। কমিটি অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৩. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ :

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে নিয়ন্ত্রণাধীন ডিডি ও এডি অফিসের ১৮/০৬/২০১৭ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১৪-০৬-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রেশম সেক্টরের জন্য স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছেঃ

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৭৩হতে৭৭ টিতে উন্নীত করাহয়েছে;
- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ১০১হতে১০৬ টিতে উন্নীত করাহয়েছে;
- ৪ টিতুঁতজাতউদ্ভাবনকরাহয়েছে;
- ৫ টিরেশমকীট জাতউদ্ভাবনকরাহয়েছে;
- ২২,২০০ কেজি উন্নত তুঁত কার্টিংস সরবরাহ করাহয়েছে;
- রেশমসেক্টরে২৬০জনকেপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (বিএসডিবি)র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ এর জুন/১৮ পর্যন্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তি বছর (Base Year) ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুন/১৮ পর্যন্ত	সাধারণ স্কোর	নির্ধারিত স্কোর
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ															
১। রেশম চাষ সম্প্রসারণে সহযোগিতা জোরদারকরণ	৫০	১.১ তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ	১.১.১ উৎপাদিত ও বিতরনকৃত তুঁত চারা	লক্ষ	১৫	৪.৫০	৩.২৫	৩.২৫		৩.০৫	৩.০০	২.৫০	৩.২৫	১০০%	১৫
		১.২ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	১.২.১ উৎপাদিত ও বিতরণরকৃত রেশম ডিম	লক্ষ	১৫	৩.৬০	৪.০০	৪.২০	৪.১০	৪.০৫	৪.০০	২.৫০	৪.১৫	৯০%	১৩.৫
		১.৩ রেশম গুটি উৎপাদন	১.৩.১ উৎপাদিত রেশম গুটি	লক্ষ কেজি	১০	১.৪৪	১.৬০	১.৬২	১.৬১	১.৬০	১.৫৮	০.৮০	০.৯৩	৬০%	৬
		১.৪ মিনিফিলেচার কেন্দ্রে রেশম সুতা উৎপাদন	১.৪.১ উৎপাদিত রেশম সুতা	কেজি	১০	১১৫০	৮০০	১১৫০	৯০০	৮০০	৭৭০	৫২০	৮০৫.১১	৮০%	৮
২। মানব সম্পদ উন্নয়ন	৩০	২.১ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সদস্যসহ চাষী/বসনীদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি	২.১.১ প্রশিক্ষিত রেশম চাষী (তুঁত চাষ)	সংখ্যা	১৫	৪৫০	৫০০	৮০০	৭৯০	৭৮০	৭৭০	৫২০	৮০০	১০০%	১৫
			২.১.২ প্রশিক্ষিত বসনী (পলুপালন)	সংখ্যা	১৫	৬৭৫	৬৭৫	৬০০	৫৯০	৫৮০	৫৭০	৪০০	৬০০	১০০%	১৫
মোট	**৮০**				**৮০**									**৮০%**	**৭৫%**

১৪. উত্তম চর্চা, সদাচার, উদ্ভাবন (ইনোভেশন):

ইনোভেশনঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি, নাগরীক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও সেগুলোর চর্চা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশক্রমে ইনোভেশন টীম গঠণ করা হয়েছে। বোর্ড থেকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারনা উদ্ভাবন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সেলে প্রেরণ করা হচ্ছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ২টি ইনোভেশন প্রস্তাব (১) এসএমএস এর মাধ্যমে চাষী/বসনীদের কারিগরী পরামর্শ প্রদান। এই উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। (২) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে রেশম গুটির মূল্য পরিশোধ উদ্যোগটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও তুঁতচাষী ও পলুপালনকারীদের মোবাইল ফোনে পরামর্শ দান শীর্ষক ইনোভেশন প্রস্তাবটি রয়েছে।

উত্তম চর্চাসমূহঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উত্তম চর্চা, সদাচার ও উদ্ভাবন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাসিক ষ্টাফ কো-অডিনেশন ও সমন্বয় সভায় আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করা হয়ে থাকে। অফিসের বিভিন্ন জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন করে সকলের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে নিয়মিত অডিট সেল সভা আহ্বান করা হয়ে থাকে। দীর্ঘ দিনের মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত মাসিক সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়ে থাকে। সুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অত্র বোর্ডে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তথ্য প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে বোর্ডে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিজস্ব ওয়েব সাইটে সকল প্রকার তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১৫. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ডিজিটাল কার্যক্রম ও চাষী ও বসনীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ এবং ডিজিটাল মনিটরিং :

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে মোট ৭০ টি কম্পিউটার রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের www.bsb.gov.bd নামে নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল রয়েছে এবং তা নিয়মিত আপডেট করা হয়। ওয়েব পোর্টাল তথ্যবহুল ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে এ,টু,আই এর সহযোগিতায় ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত পোর্টালে মতামত প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বোর্ডের কর্মকান্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তাগণের পদবী অনুযায়ী ওয়েবমেইল চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের অধীন ৫টি আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় ও ০৭টি জেলা কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের উপজেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় এবং রেশম বীজাগারে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ১৭/১০/২০১৬ তারিখ থেকে ই-প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) চালু করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী মোট ১৪টি ই-জিপিতে টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অত্র বোর্ডের www.facebook.com/bsdbmotj নামে ফেইসবুক পেজ চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে নাগরিক মতামত প্রদান /পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড রেশম চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সারা দেশব্যাপী বোর্ডের অর্ন্তভুক্ত ১৫,৫৫০ জন চাষী ও ১৯৯৬ জন পলুপালনকারী(বসনী) রয়েছে। অর্ন্তভুক্ত এ সকল চাষী ও বসনীদের বোর্ডের চলমান প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন- তুঁতচারা রোপন সহায়তা, পলুঘর বাবদ আর্থিক সহায়তা, পলুপালন সরঞ্জামাদিসহ বিশোধক দ্রব্যাদি ইত্যাদি। প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য চাষী ও বসনীদের ডাটাবেইজ থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বোর্ড তার নিয়ন্ত্রণাধীন সম্প্রসারণ এলাকার অর্ন্তভুক্ত চাষী ও বসনীদের ডাটাবেইজ/ডাটা ব্যাংক তৈরীর নিমিত্ত নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট সাইজ ছবি, মোবাইল নম্বরসহ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংগ্রহের কার্যক্রম ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে। চাষী ও বসনীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত হলে রেশম চাষে সম্পৃক্ত তথ্যাদি সহজেই মনিটরিং করা সহ ডাটা ব্যাংক শক্তিশালী হবে।

১৬. চ্যালেঞ্জ

- বিদেশী রেশম সুতা ও বস্ত্রের আমদানী শুল্ক কম হওয়ায় আমদানী বৃদ্ধিতে দেশী সুতার ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। ফলে চাষীরা গুটি উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।
- উৎপাদিত গুটি ও সুতার বাজারজাত করণের সমস্যা রয়েছে
- রেশম চাষীগণ প্রান্তিক ও ভুমিহীন । তাদের মূলধনের অভাব ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা অপ্রতুল;
- রেশম কারখানা বন্ধ ঘোষণা;
- রেশমের কার্যক্রম প্রকল্প নির্ভর;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব ।
- জনবল সংকট।

১৭. সমস্যা-সমাধানে সুনির্দিষ্ট সুপারিশঃ

জনবল নিয়োগঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন না হওয়ায় শূণ্যপদে জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। যার কারনে জনবল সল্পতার জন্য রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়নের জন্য শুন্য পদগুলি জরুরী ভিত্তিতে পূরণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা একান্তভাবে অবশ্যক। এ জন্য দ্রুত সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা অনুমোদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৮. বন্ধ রেশম কারখানা চালুকরণঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের গত ১৪/১১/২০১৭ তারিখের ৪র্থ পরিচালনা পর্ষদ সভায় বন্ধ ঘোষিত রাজশাহী রেশম কারখানার ৫ টি লুম চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে স্মারক নং ২৪.০৬.০০০০.২০২.০৬.০১৫.১৪(২য় খন্ড)৫৫৪ তারিখঃ ৩১/১২/২০১৭ স্মারকের পত্রে কারখানা দুটো প্রাইভেটাইজেশন কমিশন থেকে প্রত্যাহার পূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয়েছে। পর্ষদ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২২/১১/২০১৭ তারিখে ১টি লুম চালু করে ট্রায়াল বেসিসে রেশম বস্ত্র বুনন কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ৫টি পাওয়ার লুম ও ব্যপক নিংকেজের যন্ত্রপাতি মেরামত করে গত ২৭/০৭/২০১৮ তারিখে রাজশাহী রেশম কারখানার ৬টি পাওয়ার লুমে পরীক্ষামূলকভাবে রেশম বস্ত্র উৎপাদন কার্যক্রম এ বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি মহোদয় উদ্বোধন করেন।

১৯. স্বল্প মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা (৩ বছর মেয়াদি) (২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)অনুযায়ীঃ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	সময়সীমা
১.	তুঁতচারা উৎপাদন (সংখ্যা)	৯.৬৫ লক্ষ	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২০২১
২.	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন(সংখ্যা	১১.৪০ লক্ষ	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২০২১
৩.	রেশম গুটি উৎপাদন	৪৫৬ মেঃ টন	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২০২১
৪.	রেশম সুতা উৎপাদন	২.৭৫ মেঃ টন	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২০২১
৫.	তুঁত পাতার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি(প্রতি হেক্টর প্রতি বছর)।	৩০-৪০ মেঃ টন থেকে ৪০-৪৫মেঃ টনে উন্নীতকরণ	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২০২১
৬.	রেশম গুটির উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি	প্রতি ১০০ কেজি রোগমুক্ত ডিম থেকে রেশম গুটির উৎপাদন ৪০-৫০ কেজি থেকে ৫০-৬০ কেজিতে উন্নীতকরণ।	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২০২১
৭.	রেনডিটার মান উন্নয়ন	১২-১৪ থেকে ১০-১২ তে উন্নীতকরণ	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২০২১
৮.	দক্ষ ও কারিগরী জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ	১৯৭০ জন	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২০২১
৯	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৬.০০ লক্ষ হতে ৬.৫০ লক্ষে উন্নীতকরণ।	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২০২১

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (ভিশন-২০২১):

- ❑ মালবেরী জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৮১ থেকে ৮৪ টিতে উন্নীত করা;
- ❑ সিল্কওয়ার্ম জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ১১১ থেকে ১১৪টিতে উন্নীত করা;
- ❑ নতুন আরও ৩টি তুঁতজাত উদ্ভাবন করা;
- ❑ নতুন আরও ৩টি রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা;
- ❑ হেক্টর প্রতি বছরে তুঁতপাতার উৎপাদন ৪০.০০ - ৪৭.০০ মে: টন এর স্থলে ৪৭.০০ - ৫০.০০ মে: টনে উন্নীত করা;
- ❑ প্রতি ১০০টি রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন৭০.০০ - ৭৫.০০ কেজি এর স্থলে ৭৫.০০ - ৮০.০০ কেজিতে উন্নীত করা;
- ❑ রেনডিটা (১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদনেরেশমগুটিরপ্রয়োজন) ১০-১২এর স্থলে ৮-৯ এ উন্নীত করা এবং রেশম সুতার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- ❑ রেশম সেক্টরে দক্ষ জনবল ৬,৩৯৬ জন হতে ৭,১২১ জনে উন্নীত করা।

ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গবেষণা কার্যক্রম

Complain/Bholahat